بسم الله الرحمن الرحيم

নিখিলবিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বর্তমান ইমাম ও আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) গত ২৫শে এপ্রিল, ২০২৫ তারিখে যুক্তরাজ্যের (ইসলামাবাদস্থ) মসজিদে মুবারকে প্রদত্ত জুমুআ'র খুতবায় মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের প্রেক্ষাপটে সারিয়্যা গালেব বিন আব্দুল্লাহ্, শূজা বিন ওয়াহাব, কা'ব বিন উমায়ের গিফারী (রা.) এবং মূতার যুদ্ধ সম্পর্কে আলোকপাত করেন, পরিশেষে একজন শহীদসহ তিনজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন।

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয ও সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন, মহানবী (সা.)-এর যুগের বিভিন্ন যুদ্ধাভিযানের মাঝে একটি হলো, **সারিয়্যা গালেব বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.)**। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছিল, **হযরত বশীর বিন সা'দ (রা.) ফাদাক অভিমুখে অভিযানে গিয়েছিলেন আর বনু মুররার লোকেরা তাঁর সকল সাথীকে শহীদ করেছিল**। মহানবী (সা.) হযরত যুবায়ের বিন আওয়াম (রা.)-কে তাদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে দুশ' সৈন্যসহ প্রেরণ করেন এবং বলেন, **যারা হযরত বশীর (রা.)-র সাথীদের শহীদ করেছিল তাদের একজনকেও ছাড় দেবে না**। হযরত গালেব (রা.) ঘটনাস্থলের অদূরে পৌঁছে প্রথমে শত্রুদের সংবাদ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে **আলেবা বিন যায়েদ** (রা.)-কে দশজন সৈন্যসহ অগ্রে প্রেরণ করেন, তারা ফেরত এসে শত্রুদের অবস্থান সম্পর্কে অবগত করেন। এরপর হযরত গালেব (রা.) নিজের সাথীদেরকে দলনেতার নির্দেশ মান্য করা সম্পর্কে মহানবীর শিক্ষার আলোকে কিছু উপদেশ ও নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর সামনে অগ্রসর হয়ে সবাই মিলে শত্রুদলকে ঘিরে ফেলেন। সেদিন মুসলমানদের রণসংকেত ছিল, আমিত! আমিত। এভাবে পারস্পরিক লড়াই হয় এবং মুসলমানরা তাদের সবাইকে হত্যা করেন এবং তাদের কিছু উট ও ছাগল মালে গণিমত হিসেবে নিয়ে ফিরে আসেন।

আরেকটি হলো, **হযরত শূজা বিন ওয়াহাব (রা.)-র যুদ্ধাভিযান**। ৮ম হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে বনু হাওয়াযিনের পক্ষ থেকে আক্রমণের সংবাদ পেয়ে মহানবী (সা.) হযরত শূজা (রা.)-র সেনাপতিত্বে ২৪জন সাহাবীকে তাদের প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। হযরত শূজা (রা.) রাতে সফর অব্যাহত রেখে হাওয়াযিনের এলাকায় পৌঁছেন এবং সকালে তাদের ওপর অতর্কিত আক্রমণ করেন এবং শত্রুদের পরাস্ত করেন। পরবর্তীতে হযরত শূজা (রা.) ও তার সাথীরা আর শত্রুদের পিছু ধাওয়া করেন নি। পরিশেষে বেশ কিছু সংখ্যক উট মালে গণিমত হিসেবে নিয়ে ১৫দিন পর মদীনায় ফিরে আসেন।

অতঃপর ৮ম হিজরীর রবিউল আওয়াল মাসে আরেকটি যুদ্ধাভিযান সংঘটিত হয়েছিল যা **সারিয়্যা কা'ব বিন উমায়ের গিফারী** (রা.) হিসেবে পরিচিত। মহানবী (সা.) হযরত কা'ব (রা.)-র নেতৃত্বে ১৫জন সাহাবীকে **যাতে ইতলাহ্** অভিমুখে প্রেরণ করেন যা মদীনা থেকে প্রায় ৬০০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত ছিল। **যাতে ইতলাহে** প্রেরণের উদ্দেশ্য ছিল, মহানবী (সা.) জানতে পারেন, সিরিয়ার সীমান্তে খ্রিষ্টানরা আরবের ইহুদী এবং কাফিরদের প্ররোচিত করে মদীনায় আক্রমণের প্রস্তুতি নিচ্ছে। তাই তিনি (সা.) তাদেরকে বিষয়টি সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। কিন্তু তারা কেবল সংবাদ সংগ্রহ করেই ক্ষান্ত হননি, বরং সেখানে ইসলাম প্রচার করতে আরম্ভ করেন। যার ফলশ্রুতিতে শত্রুরা তাদের ওপর আক্রমণ করে এবং এ যুদ্ধাভিযানে মুসলমানদের প্রত্যেকে তাদের হাতে শাহদত বরণ করেন।

এরপর **মূতা'র যুদ্ধাভিযান,** যা ৮ম হিজরীর জমাদিউল উলা মাসে সংঘটিত হয়েছিল। এ সম্পর্কে হুযূর (আই.) বলেন, এ যুদ্ধাভিযানকে **জয়শুল উমারা**'র যুদ্ধাভিযানও বলা হয়ে থাকে। কেননা মহানবী (সা.) এ যুদ্ধে পর্যায়ক্রমে কয়েকজনকে সেনাপতি মনোনীত করে প্রেরণ

করেছিলেন। এ যুদ্ধের কারণ হিসেবে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) হযরত হারেস বিন আমর (রা.)-র মাধ্যমে গাসসান গোত্রের নেতা যে রোমান সম্রাটের পক্ষ থেকে বসরার শাসকও ছিল তার কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেছিলেন অথবা সম্ভবত সরাসরি রোমান সম্রাটকে উদ্দেশ্য করেই পত্র লিখেছিলেন। তিনি (সা.) এ পত্রে রোমের অধীনস্ত গোত্রগুলোর বিষয়ে অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেছিলেন যে, তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছে আর ১৫জন মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যাও করেছে। **হযরত হারেস (রা.)** মূতা নামক স্থানে পৌঁছালে **শুরাহ্‌বীল** তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং নিজেদের সমূহ বিপদের আশঙ্কায় তাকে বন্দি করে; এরপর তাকে রশি দিয়ে বেঁধে মারতে মারতে শহীদ করে। হয়ত সে ভয় পেয়েছিল যে, তাদেরকে শাস্তি প্রদানের উদ্দেশ্যে তার সাথে কোনো দলও এসেছে কিংবা রোমান সম্রাটকে এ বিষয়টি অবগত করলে তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করবে। তাই সতর্কতা অবলম্বনের উদ্দেশ্যে সে তাকে শহীদ করে।

মহানবী (সা.) এ সংবাদ পেয়ে অনেক ব্যথিত হন এবং হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.)-র সেনাপতিত্বে তিন হাজার মুসলমান সৈন্যকে মূতা অভিমুখে প্রেরণ করেন। তিনি (সা.) বলেন, **যদি যায়েদ শহীদ হয় তাহলে জাফর বিন আবী তালিব সেনাপতি হবে আর যদি জাফর শহীদ হয় তাহলে আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা সেনাপতি হবে আর যদি আব্দুল্লাহ্ শহীদ হয় তাহলে মুসলমানরা যাকে চাইবে সেনাপতি মনোনীত করবে।** এ সময় নু'মান নামক এক ইহুদী সেখানে অবস্থান করছিল। সে বলে, **হে আবুল কাসেম! যদি আপনি সত্য নবী হন তাহলে যাদের নাম আপনি উল্লেখ করেছেন তারা সবাই একে একে শাহাদত বরণ করবেন।** এরপর সে হযরত যায়েদ (রা.)-কে সম্বোধন করে বলে, **মুহাম্মদ (সা.) যদি সত্য নবী হন তাহলে তুমি আর জীবিত ফিরে আসতে পারবে না।** হযরত যায়েদ (রা.) বলেন, **আমি বাঁচি-মরি তাতে কি যায় আসে। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র সত্য নবী।** অতঃপর মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ (রা.)-র হাতে একটি সাদা পতাকা দিয়ে বলেন, প্রথমে তাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিবে। যদি তারা ইসলাম গ্রহণ করে তাহলে তাদেরকে ক্ষমা করবে, কিন্তু যদি এমনটি না করে তাহলে তাদের ভবলীলা সাঙ্গ করবে।

মহানবী (সা.) তাদেরকে বিদায় দিতে **সানীয়াতুল বিদা** নামক স্থান পর্যন্ত তাদের সাথে যান এবং কিছু নীতিগত উপদেশ প্রদান করেন যে, **তোমরা আল্লাহ্‌র নাম নিয়ে যুদ্ধাভিযানে যাও এবং অস্বীকারকারীদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করো। ধোঁকাবাজী করবে না, বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, কোনো শিশু-নারী-বৃদ্ধকে হত্যা করবে না। খেজুর বা অন্য কোনো গাছ কাটবে না, দালানকোঠা ভাঙ্গবে না, ইত্যাদি।** এরপর সেনাপতিকে বলেন, **যখনই কোনো মুশরিকের সাথে সাক্ষাৎ হবে তাকে তিনটি প্রস্তাব দিবে। যদি সে এর কোনো একটি মেনে নেয় তাহলে তাকে আক্রমণ করো না। প্রথমত,** তাকে আহ্বান করবে সে যেন মুহাজিরদের শহরে স্থানান্তরিত হয়ে যায়, যাতে তার সাথে তদ্রূপ আচরণ করা হয় যেরূপ আচরণ মুহাজিরদের সাথে করা হয়ে থাকে। **দ্বিতীয়ত,** সে যদি এটি না মানে তাহলে বলবে, সে যেন মুসলমান মরুবাসীদের কাছে চলে যায় যেন তার সাথে তদ্রূপ আচরণ করা হয় যেরূপ আচরণ মরুবাসী মুসলমানদের সাথে করা হয়ে থাকে। **তৃতীয়ত,** সে যদি এটিও মানতে অস্বীকার করে তাহলে তার কাছ থেকে যুদ্ধকর দাবি করবে। অতএব, সে যদি এর কোনো একটি মেনে নেয় তাহলে তাকে কষ্ট দিবে না, কিন্তু সে যদি এর কোনোটিই না মানে তাহলে তার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রার্থনা করো এবং লড়াই করো। অতঃপর যদি তুমি কোনো দুর্গ বা শহর অবরোধ করো আর তারা তোমাদের কাছে আল্লাহ্ ও তার রসূলের যিম্মা চায় তাহলে তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের যিম্মায় ছেড়ে দিও না। হযরত

মুসলেহ্ মওউদ (রা.) মূতা'র যুদ্ধে মহানবী (সা.) কর্তৃক কয়েকজনকে সেনাপতি মনোনীত করার বিষয়ে বলেন, এটি ঠিক সেভাবে পূর্ণ হয়েছে যেভাবে মহানবী (সা.) বলেছিলেন অর্থাৎ, প্রথমে হযরত যায়েদ বিন হারেসা (রা.) শহীদ হন। এরপর হযরত জাফর বিন আবী তালেব (রা.) শাহাদতের অমীয় সুধা পান করেন। এরপর আব্দুল্লাহ্ বিন রওয়াহা (রা.)ও শাহাদত বরণ করেন। অতঃপর মুসলমানদের প্রস্তাবে হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদ (রা.) নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন এবং তার মাধ্যমে ইসলামের বিজয় অর্জিত হয়। হুযূর (আই.) বলেন, এ সম্পর্কিত আলোচনা আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্।

পরিশেষে হুযূর (আই.) তিনজন মরহুমের স্মৃতিচারণ করেন যাদের মাঝে প্রথম ছিলেন মুকাররম চৌধুরী নযীর আহমদ চীমা সাহেবের পুত্র **শহীদ মুকাররম লায়েক আহমদ চীমা সাহেব।** গত ১৮ই এপ্রিল জুমুআর দিন করাচিতে বিরোধীদের একটি দল চীমা সাহেবকে নিষ্ঠুরভাবে শহীদ করে, إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ। ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ হলো, বিরোধীরা মিছিল করতে করতে করাচির আহমদীয়া হলের বাইরে এসে ভাংচুর করছিল। পরিস্থিতি সম্পর্কে জানতে লায়েক চীমা সাহেবকে প্রেরণ করা হলে বিরোধীরা তাকে চিনে ফেলে এবং তাকে টেনে-হেঁচড়ে বাজারে নিয়ে যায় এবং সেখানে ইট পাথর মেরে রক্তাক্ত করে। মৃত্যুর আগ মুহূর্তে একজন তাকে পানি পান করাতে চাইলেও লোকেরা তাকে বাধা প্রদান করে। ঘটনার আধঘন্টা পর পুলিশ সেখানে পৌঁছে চীমা সাহেবকে হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করে। হুযূর (আই.) শহীদ চীমা সাহেবের বিভিন্ন চারিত্রিক গুণাবলী বর্ণনা করেন এবং সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন। শহীদ মরহুমের একটি ওয়ার্কশপ ছিল, যেখানে তিনি গাড়ি, মোটর সাইকেল ইত্যাদি মেরামত করতেন। সুখ্যাতি থাকার কারণে অনেক সরকারি প্রতিষ্ঠানও তার কাছে গাড়ি মেরামত করাতে নিয়ে আসত। তাঁর সামাজিক সম্পর্ক ভালো ছিল, তিনি মূসী ছিলেন, সর্বদা জামা'তের কাজে প্রস্তুত থাকতেন। তাহাজ্জুদ ও পাঁচবেলার নামাযে অভ্যস্ত ছিলেন, পবিত্র কুরআনের প্রতি গভীর ভালোবাসা রাখতেন এবং নিয়মিত কুরআন পাঠ করতেন এবং শুনতেন। বিনয়ী, সহমর্মী, সাহসী, খিলাফতের সাথে ঐকান্তিক ভালোবাসার সম্পর্ক রক্ষাকারী ছিলেন। হুযূর (আই.) বলেন, **আজও কসূরের এক গ্রামে এক আহমদী যুবককে শহীদ করা হয়েছে যার বিবরণ আগামীতে উল্লেখ করা হবে**। আল্লাহ্ তা'লা এই অত্যাচারিদের দ্রুত পাকড়াওয়ের ব্যবস্থা করুন। তাদের জন্য কেবল এ দোয়াই করছি যে, **আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহ্হিকহুম তাসহীকা।** (অর্থাৎ, হে আল্লাহ্! তুমি তাদেরকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে দাও এবং টুকরো টুকরো করে ফেলো।) এরপর হুযূর (আই.) ডাক্তার মাসঊদুল হাসান নূরী সাহেবের স্ত্রী এবং হুযূরের চাচাতো বোন **মোহতরমা আমাতুল মুসাওয়ার সাহেবা** এবং বুরকিনা ফাঁসোর স্থানীয় মুবাল্লিগ **মুকাররম হাসান সানোগো আবু বকর সাহেব**-এর সংক্ষিপ্ত স্মৃতিচারণ করেন, তাদের আত্মার শান্তি ও মাগফিরাতের জন্য দোয়া করেন এবং নামাযের পর তাদের গায়েবানা জানাযা পড়ানোর ঘোষণা প্রদান করেন।

[প্রিয় পাঠকবৃন্দ! হুযূরের খুতবা সম্পূর্ণ শোনার কখনোই কোনো বিকল্প নেই, আমরা সময়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে খুতবার সারমর্ম উপস্থাপন করছি মাত্র। আপনাদেরকে হুযূরের পুরো খুতবাটি শোনার অনুরোধ রইল। হুযূরের খুতবাটি পুরো শুনতে পাবেন আমাদের এমটিএ'র নিয়মিত ওয়েবসাইট অর্থাৎ, www.mta.tv এবং আমাদের কেন্দ্রীয় বাংলা ওয়েবসাইট www.ahmadiyyabangla.org -এ]

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক লন্ডনের তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত)